রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

মঙ্গলবার, ফেব্রুয়ারি ১১, ২০১৪

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়
প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ২০ মাঘ ১৪২০ বঙ্গাব্দ/২ ফেব্রুয়ারি ২০১৪ খ্রিস্টাব্দ

এস, আর, ও নং ২৩-২০১৪।— বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড আইন, ২০০০ (২০০০ সালের ২৬ নং আইন) এর ধারা ২৫, ধারা ৬(১) এর দফা (ঠ) এর সহিত পঠিতব্য, এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার নিম্নরূপ বিধিমালা প্রণয়ন করিল, যথা ঃ—

প্রথম অধ্যায়
ভূমিকা

১। শিরোনাম ও প্রয়োগ।—(১) এই বিধিমালা অংশগ্রহণমূলক পানি ব্যবস্থাপনা বিধিমালা, ২০১৪ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের প্রকল্পের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে।

২। সংজ্ঞা।—বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী না হইলে, এই বিধিমালায়—

(১) **"অংশগ্রহণমূলক পানি ব্যবস্থাপনা"** অর্থ পানি সম্পদ প্রকল্প, উপ-প্রকল্প বা স্কীম চিহ্নিতকরণ পরিকল্পনা, নকশা (Design) বাস্তবায়ন, পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ এবং মূল্যায়ন প্রক্রিয়ায় স্থানীয় স্বার্থ-সংশ্লিষ্টদের প্রত্যক্ষ ও সক্রিয় অংশগ্রহণ;

(২) **"অংশগ্রহণমূলক পানি ব্যবস্থাপনা নির্দেশিকা"** বা **"নির্দেশিকা"** অর্থ পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় কর্তৃক জারীকৃত অংশগ্রহণমূলক পানি ব্যবস্থাপনা নির্দেশিকা (গাইডলাইন) বা Guidelines for Participatory Water Management (GPWM);

(৩) **"আইন"** অর্থ বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড আইন, ২০০০ (২০০০ সালের ২৬ নং আইন);

মূল্য ঃ টাকা ৩০.০০

(৪) **"এসোসিয়েশন"** অর্থ বিধি ৫ এ উল্লিখিত পানি ব্যবস্থাপনা এসোসিয়েশন;

(৫) **"উপকারভোগী (Beneficiary)"** অর্থ এমন কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠী, যিনি বা যাহারা কোন প্রকল্পের মাধ্যমে লাভবান;

(৬) **"উপ-আইন"** অর্থ ধারা ৪৯ এর অধীন কোন সংগঠন কর্তৃক প্রণীত উপ-আইন;

(৭) "চুক্তিবদ্ধ শ্রমিক দল" **অর্থ ধারা ৪৩ এর অধীন গঠিত ভূমিহীন নারী-পুরুষের গোষ্ঠী** বা Landless/Labour Contracting Society (LCS);

(৮) **"দল"** অর্থ বিধি ৫ এ উল্লিখিত পানি ব্যবস্থাপনা দল;

(৯) **"নিবন্ধক" "নিবন্ধনকারী কর্মকর্তা"** অর্থ ধারা ৩৮ এ উল্লিখিত সংগঠনের নিবন্ধনের দায়িত্বে নিয়োজিত কোন কর্মকর্তা;

(১০) **"পানি ব্যবস্থাপনা সংগঠন"** বা **"সংগঠন"** অর্থ বিধি ৫ এ উল্লিখিত পানি ব্যবস্থাপনা দল, পানি ব্যবস্থাপনা এসোসিয়েশন বা পানি ব্যবস্থাপনা ফেডারেশন এবং, ক্ষেত্রমত, যৌথভাবে উক্ত দল, এসোসিয়েশন ও ফেডারেশনকে বুঝাইবে;

(১১) **"পানি ব্যবস্থাপনা'র দপ্তর"** অর্থ বোর্ডের পানি ব্যবস্থাপনা'র দপ্তর;

(১২) **"পানি সম্পদ প্রকল্প"** অর্থ বন্যা নিয়ন্ত্রণ, পানি নিষ্কাশন ও সেচ এবং এতদ্‌বিষয়ক আনুষঙ্গিক কর্মকাণ্ডের জন্য বোর্ড কর্তৃক বাস্তবায়িত বা বাস্তবায়নাধীন কোন প্রকল্প, উপ-প্রকল্প বা স্কীম নির্মাণ বা পুনর্বাসন;

(১৩) **"প্রকল্প"** অর্থ বোর্ড কর্তৃক বাস্তবায়িত বা বাস্তবায়নাধীন পানি সম্পদ প্রকল্প, উপ-প্রকল্প বা স্কীম;

(১৪) **"ফরম"** অর্থ এই বিধিমালার তফসিলে উল্লিখিত কোন ফরম;

(১৫) **"ফেডারেশন"** অর্থ বিধি ৫ এ উল্লিখিত পানি ব্যবস্থাপনা ফেডারেশন;

(১৬) **"বোর্ড"** অর্থ আইনের ধারা ৩ এ অধীন প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড;

(১৭) **"বৃহৎ প্রকল্প"** অর্থ ৫০০০ (পাঁচ হাজার) হেক্টরের অধিক আয়তন বিশিষ্ট কোন প্রকল্প;

(১৮) **"ব্যবস্থাপনা কমিটি"** অর্থ কোন সংগঠনের ব্যবস্থাপনা কমিটি;

(১৯) **"মাঝারী প্রকল্প"** অর্থ ১০০০ (এক হাজার) হেক্টরের অধিক হইতে ৫০০০ (পাঁচ হাজার) হেক্টর পর্যন্ত আয়তন বিশিষ্ট কোন প্রকল্প;

(২০) **"ক্ষুদ্র প্রকল্প"** অর্থ ১০০০ (এক হাজার) হেক্টর বা উহার কম আয়তন বিশিষ্ট কোন প্রকল্প;

(২১) **"স্থানীয় কর্তৃপক্ষ"** অর্থ আপাতত: বলবৎ কোন আইনের অধীন গঠিত সিটি কর্পোরেশন, জেলা পরিষদ, উপজেলা পরিষদ, পৌরসভা বা ইউনিয়ন পরিষদ; এবং

(২২) **"স্থানীয় স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট"** অর্থ প্রকল্প দ্বারা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে প্রভাবিত সংশ্লিষ্ট এলাকার এইরূপ অধিবাসী যাহারা প্রকল্পের মাধ্যমে উপকারভোগী বা প্রকল্পের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত [Project Affected People (PAPs)] ।

দ্বিতীয় অধ্যায়

অংশগ্রহণমূলক পানি ব্যবস্থাপনা

৩। **অংশগ্রহণমূলক পানি ব্যবস্থাপনা।**—(১) পানি সম্পদ প্রকল্পসমূহের পানি ব্যবস্থাপনা কার্যাবলী স্থানীয় স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের অংশগ্রহণের মাধ্যমে পরিচালিত হইবে এবং তাহারা প্রকল্পের সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করিবেন।

(২) উপ-বিধি (১) এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে নিম্নবর্ণিত পদক্ষেপের মাধ্যমে পানি সম্পদ প্রকল্পের উন্নয়ন ও সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা হইবে, যথা:—

(ক) পানি সম্পদ প্রকল্পের বিভিন্ন পর্যায়ে স্থানীয় স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে তাহাদিগকে সুসংগঠিত করিয়া টেকসই পানি ব্যবস্থাপনা সংগঠন গঠন;

(খ) ক্ষুদ্র প্রকল্পের মালিকানা স্থানীয় কর্তৃপক্ষের নিকট হস্তান্তরের লক্ষ্যে অনুকূল প্রাতিষ্ঠানিক পরিবেশ সৃষ্টি;

(গ) মাঝারী প্রকল্পের ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনা সংগঠনের অনুকূলে ন্যস্ত করিবার লক্ষ্যে অনুকূল প্রাতিষ্ঠানিক পরিবেশ সৃষ্টি;

(ঘ) বৃহৎ প্রকল্পের ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনা বোর্ড, সংগঠন এবং পানি সম্পদ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য সংস্থার প্রতিনিধি সমন্বয়ে গঠিত যৌথ পানি ব্যবস্থাপনা কমিটির [Joint Management Committee (JMC)] উপর ন্যস্ত করিবার নিমিত্ত অনুকূল প্রাতিষ্ঠানিক পরিবেশ সৃষ্টি;

(ঙ) পানি সম্পদ প্রকল্পকে টেকসই করিবার লক্ষ্যে বোর্ড কর্তৃক হস্তান্তরিত বা ন্যস্ত প্রকল্পের পানি ব্যবস্থাপনা অবকাঠামোসমূহের নিয়মিত পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ এবং উহার ব্যয় নির্বাহের জন্য প্রকল্পের সীমানার মধ্যে অবস্থিত বাঁধ, বরোপিট, জলাধার, খাল ইত্যাদি সংশ্লিষ্ট সংগঠনের অনুকূলে ইজারা প্রদান;

(চ) স্থানীয় স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের অংশগ্রহণের মাধ্যমে প্রকল্পের আওতাধীন এলাকায় ফসল ও সেচ পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন;

(ছ) প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, প্রকল্পের পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয় পুণর্ভরণের (cost recovery) জন্য উপকারভোগীদের নিকট হইতে সেচ সার্ভিস চার্জ আদায়ের ব্যবস্থা এবং সংশ্লিষ্ট প্রকল্প কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে তা ব্যয়;

(জ) দারিদ্র বিমোচনের লক্ষ্যে প্রকল্প এলাকার ভূমিহীন দরিদ্র জনগোষ্টি (Landless Poor) ও ছিন্নমূল নারীদেরকে (Destitute Women) প্রকল্পের রক্ষণাবেক্ষণ কাজে নিয়োজিতকরণ;

(ঝ) স্থানীয় জনগণের মধ্যে প্রকল্পের মালিকানাবোধ জাগ্রত করিবার মাধ্যমে পানি ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত আনুষঙ্গিক কার্যাবলী টেকসই ও অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে পরিচালনা করা।

৪। **প্রকল্পের মালিকানা বা ব্যবস্থাপনা হস্তান্তর বা ন্যস্ত।**—(১) আইনের ধারা ১৬ এর বিধান সাপেক্ষে, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় কর্তৃক নির্ধারিত শর্তাধীনে, ক্ষুদ্র প্রকল্পের মালিকানা স্থানীয় কর্তৃপক্ষের নিকট হস্তান্তরিত হইবে।

(২) আইনের ধারা ১৫ ও ১৬ এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, মাঝারি প্রকল্পের ব্যবস্থাপনার দায়িত্বভার সংগঠনের উপর ন্যস্ত হইবে।

(৩) উপ-বিধি (২) এর অধীন ন্যস্ত প্রকল্পের সুষ্ঠ ব্যবস্থাপনার নিমিত্ত সংশ্লিষ্ট সংগঠন উক্ত প্রকল্পের পরিচালন (Operation) ও দৈনন্দিন রক্ষণাবেক্ষণের (Routine Maintenance) কাজ সম্পাদন করিবে এবং প্রকল্প কর্তৃপক্ষ প্রকল্পের জরুরী বা দুর্যোগকালীন মেরামত (Emergency Maintenance) ও মেয়াদ অন্তে বড় ধরণের মেরামত (Periodic Maintenance) কার্য সম্পাদন করিবে।

(৪) উপ-বিধি (২) এ উল্লিখিত মাঝারি প্রকল্পের ব্যবস্থাপনার দায়িত্বভার ন্যস্ত করিবার নিমিত্ত বোর্ড এবং সংশ্লিষ্ট সংগঠনের মধ্যে বোর্ড কর্তৃক নির্দিষ্ট ফরমে চুক্তি সম্পাদন করিতে হইবে।

(৫) আইনের ধারা ১৫ ও ১৬ এর বিধান সাপেক্ষে, বৃহৎ প্রকল্পের ব্যবস্থাপনা স্থানীয় স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের স্বার্থে বোর্ড, সংগঠন ও স্থানীয় কর্তৃপক্ষের যৌথ ব্যবস্থাপনায় ন্যস্ত করা যাইবে।

(৬) উপ-বিধি (৫) এ উল্লিখিত যৌথ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম তদারকির জন্য বোর্ডের প্রতিনিধি, সংগঠনের প্রতিনিধি এবং পানি সম্পদ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য সংস্থার প্রতিনিধিগণের সমন্বয়ে যৌথ ব্যবস্থাপনা কমিটি [Joint Management Committee (JMC)] গঠিত হইবে।

(৭) উপ-বিধি (৬) এ উল্লিখিত যৌথ ব্যবস্থাপনা কমিটির গঠন এবং উহার দায়-দায়িত্ব পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় কর্তৃক নির্ধারিত হইবে।

তৃতীয় অধ্যায়

পানি ব্যবস্থাপনা সংগঠন

৫। **পানি ব্যবস্থাপনা সংগঠনের প্রকারভেদ ও স্তর এবং সংখ্যা ও আঞ্চলিক এখতিয়ার নির্ধারণ।**—(১) পানি সম্পদ প্রকল্পের আকার, আয়তন ও উপকারভোগীর সংখ্যার উপর ভিত্তি করিয়া পানি ব্যবস্থাপনা সংগঠন [(Water Management Organization (WMO)] গঠন এবং উহার স্তরসমূহ নির্ধারিত হইবে।

(২) ক্ষুদ্র প্রকল্পের ক্ষেত্রে নিম্নরূপ এক বা দুই স্তর বিশিষ্ট পানি ব্যবস্থাপনা সংগঠন গঠিত হইবে, যথা:—

(ক) প্রাথমিক পর্যায়ে 'পানি ব্যবস্থাপনা দল' বা 'Water Management Group (WMG)'; এবং

(খ) শীর্ষ পর্যায়ে 'পানি ব্যবস্থাপনা এসোসিয়েশন' বা 'Water Management Association (WMA)'

(৩) মাঝারী প্রকল্পের ক্ষেত্রে নিম্নরূপ দুই বা তিন স্তর বিশিষ্ট পানি ব্যবস্থাপনা সংগঠন গঠিত হইবে, যথা:—

(ক) প্রাথমিক পর্যায়ে 'পানি ব্যবস্থাপনা দল' বা 'Water Management Group (WMG)';

(খ) মধ্যম পর্যায়ে 'পানি ব্যবস্থাপনা এসোসিয়েশন' বা 'Water Management Association (WMA)'; এবং

(গ) শীর্ষ পর্যায়ে 'পানি ব্যবস্থাপনা ফেডারেশন' বা 'Water Management Federation (WMF)'।

(৪) বৃহৎ প্রকল্পের ক্ষেত্রে নিম্নরূপ তিন স্তর বিশিষ্ট পানি ব্যবস্থাপনা সংগঠন গঠিত হইবে, যথা:—

(ক) প্রাথমিক পর্যায়ে 'পানি ব্যবস্থাপনা দল' বা 'Water Management Group (WMG)';

(খ) মধ্যম পর্যায়ে 'পানি ব্যবস্থাপনা এসোসিয়েশন' বা 'Water Management Association (WMA)'; এবং

(গ) শীর্ষ পর্যায়ে 'পানি ব্যবস্থাপনা ফেডারেশন' বা 'Water Management Federation (WMF)'।

(৫) প্রকল্প এলাকার আকার, আয়তন, ভৌগলিক অবস্থান, উপকারভোগীর সংখ্যা এবং স্থানীয় স্বার্থ-সংশ্লিষ্টদের ভূমিকা পর্যালোচনা করিয়া প্রকল্প কর্তৃপক্ষ, সংশ্লিষ্ট প্রকল্প এলাকায় কতটি দল, এসোসিয়েশন বা ফেডারেশন গঠন করা প্রয়োজন তাহা নির্ধারণ করিবে এবং নির্ধারিত প্রত্যেকটি দল, এসোসিয়েশন ও ফেডারেশনের আঞ্চলিক এখতিয়ার নির্ধারণ করিয়া দিবে।

(৬) সংগঠনসমূহ উহাদের সুষ্ঠ ব্যবস্থাপনার স্বার্থে, প্রয়োজনে, আওতাধীন এলাকায় মৎস্য, কৃষি ও বৃক্ষরোপনসহ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য ক্ষেত্রে এক বা একাধিক সাব-কমিটি গঠন করিতে পারিবে।

৬। **সংগঠন গঠনের উদ্যোগ।**—(১) বোর্ডের পানি ব্যবস্থাপনা'র দপ্তর সংগঠনের নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষ হইবে।

(২) পানি ব্যবস্থাপনা'র দপ্তর, প্রকল্প কর্তৃপক্ষের সহায়তা, প্রকল্প এলাকার জনগণকে সংগঠিতকরণ, উদ্বুদ্ধকরণ এবং সংশ্লিষ্ট সংগঠন গঠন ও উহাদের উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করিবে।

(৩) উপ-বিধি (২) এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, এতদুদ্দেশ্যে বোর্ড কর্তৃক দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা স্থানীয় স্বার্থ-সংশ্লিষ্টদের সংগঠিত করিবার জন্য সংশ্লিষ্ট এলাকায় সাধারণ সভা আয়োজন করিবে।

(৪) সাধারণ সভা আয়োজনের জন্য সংশ্লিষ্ট এলাকায় গণবিজ্ঞপ্তি জারী করিতে হইবে।

(৫) উপ-বিধি (৪) এর অধীন জারীকৃত গণবিজ্ঞপ্তিতে নিম্নরূপ বিষয়াদি অন্তর্ভুক্ত থাকিবে, যথা ঃ—

(ক) প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত বর্ণনা;

(খ) সাধারণ সভা আয়োজনের উদ্দেশ্য;

(গ) সংগঠন গঠনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য;

(ঘ) সংগঠন গঠনের সম্ভাব্য সুফল;

(ঙ) সাধারণ সভার তারিখ, সময় ও স্থান; এবং

(চ) আনুষঙ্গিক অন্যান্য বিষয়াদি।

৬। বোর্ড কর্তৃক দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা সাধারণ সভায় উপস্থিত স্থানীয় স্বার্থ-সংশ্লিষ্টদেরকে প্রকল্প লক্ষ্য, উদ্দেশ্য, সংশ্লিষ্ট সংগঠন গঠনের সম্ভাব্য সুফল ও উহার দায়-দায়িত্ব এবং আনুষঙ্গিক বিষয়াদি সম্পর্কে অবহিত করিবেন এবং উক্ত সংগঠন গঠনের উদ্দেশ্য উপস্থিত স্থানীয় স্বার্থ-সংশ্লিষ্টদের সমন্বয়ে, টার্মস অব রেফারেন্স উল্লেখপূর্বক, একটি এড-হক কমিটি গঠন করিয়া দিবে।

(৭) উপ-বিধি (৬) এর অধীন গঠিত এড-হক কমিটি উক্ত উপ-বিধিতে উল্লিখিত টার্মস অব রেফারেন্সের আলোকে, এই বিধিমালার বিধান অনুযায়ী, সংশ্লিষ্ট সংগঠন-গঠনের প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করিবে।

(৮) বোর্ড কর্তৃক দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা সংগঠন গঠনে এড-হক কমিটিকে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করিবে।

৭। **সংগঠনের দায়িত্ব ও কার্যাবলী।**—(১) অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে পানি ব্যবস্থাপনা দলের দায়িত্ব ও কার্যাবলীর আওতায় নিম্নরূপ বিষয়াদি অন্তর্ভুক্ত থাকিবে, যথা ঃ—

(ক) পানি ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত যে কোন বিষয়ে প্রাথমিক আলোচনা, উদ্বুদ্ধকরণ, ইত্যাদির মাধ্যমে স্থানীয় স্বার্থ-সংশ্লিষ্টদের পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত কর্মসূচি গ্রহণ;

(খ) সাধারণ সদস্যপদ প্রদান;

(গ) দলের কার্যক্রম বিষয়ক কার্যপদ্ধতি উদ্ভাবন;

(ঘ) বাজেট প্রণয়ন ও সামগ্রিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ;

(ঙ) প্রয়োজনীয় দলিল দস্তাবেজ প্রণয়ন;

(চ) বার্ষিক ফসল বা অন্যান্য উৎপাদন পরিকল্পনা এবং পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ পরিকল্পনা প্রণয়ন;

(ছ) উপকারভোগীদের সহায়তায় প্রকল্প সম্পদের ব্যবহার এবং পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয় নির্বাহের ব্যবস্থা;

(জ) সেচ প্রকল্পের ক্ষেত্রে জমি সমতলকরণ এবং মাঠনালা তৈয়ারী, মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ;

(ঝ) প্রকল্প কর্তৃপক্ষের নিকট সেচের চাহিদা দাখিল, সেচ বিতরণ ও সেচের পানির অপচয় রোধ;

(ঞ) সেচ খালের আবর্জনা ও অন্যান্য আগাছা পরিষ্কার রাখা এবং সেচের পানি প্রবাহে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টিকারী কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণ;

(ট) প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, বিদ্যমান আইন ও বিধি-বিধান অনুযায়ী সেচ সার্ভিস চার্জ আদায়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ;

(ঠ) রেকর্ড ও নিরীক্ষণের জন্য হিসাব সংরক্ষণ;

(ড) প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সংস্থা, এনজিও (Non-Government Organisation), স্থানীয় স্বনির্ভর গোষ্ঠীসমূহ (Community Level Self-Helf Group) ও স্থানীয় কর্তৃপক্ষের সহিত কাজ;

(ঢ) পর্যায়ক্রমে পূর্ণাঙ্গ বা আংশিকভাবে পানি ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব গ্রহণ;

(ণ) পানি ব্যবস্থাপনা প্রকল্প বিষয়ক দ্বন্দ্ব নিরসন;

(ত) ব্যবস্থাপনা কমিটির নির্বাচন বা মনোনয়ন প্রদান;

(থ) অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের পরিধি অনুসন্ধান; এবং

(দ) প্রকল্পের মাটির কাজ সম্পাদনের জন্য চুক্তিবদ্ধ শ্রমিক দল গঠন করা।

(২) অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে, পানি ব্যবস্থাপনা এসোসিয়েশন এর দায়িত্ব ও কার্যাবলীর আওতায় নিম্নরূপ বিষয়াদি অন্তর্ভুক্ত থাকিবে, যথা ঃ—

(ক) বাৎসরিক বাজেট প্রণয়ন ও সংশ্লিষ্ট প্রকল্পের সামগ্রিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ;

(খ) দল কর্তৃক উত্থাপিত সংকট ও সমস্যা পর্যালোচানা ও সমাধান;

(গ) বোর্ড, বাস্তবায়নকারী সংস্থা, এনজিও, স্থানীয় স্বনির্ভর গোষ্ঠী ও স্থানীয় কর্তৃপক্ষের সহিত বিভিন্ন বিষয়ে যোগাযোগ রক্ষা ও কার্য সম্পাদন;

(ঘ) প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, বোর্ড বা স্থানীয় কর্তৃপক্ষের সহিত দলসমূহের পক্ষে প্রয়োজনীয় দলিল দস্তাবেজ সম্পাদন;

(ঙ) পানি ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত সকল বিষয়ে উপকারভোগী ও প্রকল্পের ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের পক্ষে প্রতিনিধিত্ব;

(চ) বার্ষিক ফসল এবং অন্যান্য উৎপাদন পরিকল্পনা এবং পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ পরিকল্পনা প্রণয়ন অথবা দল কর্তৃক প্রণীত বার্ষিক ফসল ও অন্যান্য উৎপাদন পরিকল্পনা সংকলন;

(ছ) প্রকল্প বাস্তবায়ন, পুনর্বাসন ও উন্নয়ন পরিকল্পনা পর্যালোচনা এবং বোর্ড ও এসোসিয়েশনের মধ্যে সম্পাদিত বাস্তবায়ন চুক্তি (Implementation Agreement) স্বাক্ষর;

(জ) দফা (ছ) তে উল্লিখিত বাস্তবায়ন চুক্তি অনুসারে কার্য সম্পাদিত হইতেছে কিনা তাহা তদারকি (Monitoring);

(ঝ) প্রকল্প নির্মাণ বা পুনর্বাসনের পর কর্তৃপক্ষের সহিত সম্পাদিত চুক্তির শর্তানুসারে অবকাঠামোসমূহ পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ;

(ঞ) কর্তৃপক্ষের নিকট সেচের চাহিদা দাখিল ও আওতাভুক্ত খালসমূহে পর্যায়ক্রমে সেচ বিতরণের ব্যবস্থা গ্রহণ এবং সেচ সংক্রান্ত সমস্যাবলী লইয়া কর্তৃপক্ষের সহিত নিয়মিত যোগাযোগ ও উহা সমাধানে প্রকল্প কর্তৃপক্ষকে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান;

(ট) সেচ খাল পরিষ্কার রাখা ও সেচের পানি প্রবাহে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টিকারী কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণ;

(ঠ) প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, বিদ্যমান আইন ও বিধি-বিধান অনুযায়ী সেচ সার্ভিস চার্জ আদায়ের ব্যবস্থা; এবং

(ড) স্থানীয় স্বার্থ-সংশ্লিষ্টদের জন্য সরকারী ও বেসরকারী সংস্থার নিকট হইতে প্রশিক্ষণসহ অন্যান্য আনুষঙ্গিক সেবা প্রাপ্তিতে সহায়তা প্রদান করা।

(৩) অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে, পানি ব্যবস্থাপনা ফেডারেশনের দায়িত্ব ও কার্যাবলীর আওতায় নিম্নরূপ বিষয়াদি অন্তর্ভুক্ত থাকিবে, যথা :—

(ক) বোর্ডের বা প্রকল্প কর্তৃপক্ষের সহিত প্রয়োজন অনুযায়ী যোগাযোগ;

(খ) এসোসিয়েশনসমূহের কার্যকলাপ তত্ত্বাবধান;

(গ) পানি ব্যবস্থানায় বিভিন্ন স্বার্থ-সংশ্লিষ্টদের কাজের সমন্বয়সাধন।

(ঘ) সুষ্ঠু পানি ব্যবস্থাপনার নিমিত্ত বিদ্যমান আইন ও বিধি-বিধানের সার্থক প্রয়োগের জন্য যৌথ প্রয়াস;

(ঙ) পানি ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত প্রকল্প পর্যায়ের সকল বিষয়ে উপকারভোগী ও প্রকল্পে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের প্রতিনিধিত্ব;

(চ) বার্ষিক ফসল ও অন্যান্য উৎপাদন পরিকল্পনা এবং উহাদের পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং এসোসিয়েশন কর্তৃক প্রণীত বার্ষিক ফসল ও অন্যান্য উৎপাদন পরিকল্পনা সংকলন;

(ছ) প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, বিদ্যমান আইন ও বিধি-বিধান অনুসারে সেচ সার্ভিস চার্জ আদায়ে প্রকল্পের উপকারভোগীগণকে উদ্বুদ্ধকরণ; এবং

(জ) স্থানীয় স্বার্থ-সংশ্লিষ্টদের জন্য সরকারী ও বেসরকারী সংস্থার নিকট হইতে প্রশিক্ষণসহ অন্যান্য আনুষঙ্গিক সেবা প্রাপ্তিতে সহায়তা প্রদান করা।

৮। সংগঠনের কমিটিসমূহ।—(১) প্রতিটি সংগঠনের নিম্নরূপ দুইটি কমিটি থাকিবে, যথা ঃ—

(ক) সাধারণ কমিটি (General Committee);

(খ) ব্যবস্থাপনা কমিটি (Executive Committee)।

(২) সংগঠনের সকল সাধারণ সদস্যকে লইয়া সাধারণ কমিটি এবং সংগঠনের ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনার জন্য নির্বাচিত নির্দিষ্ট সংখ্যক সদস্যকে লইয়া ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠিত হইবে।

৯। দলের সদস্য।—(১) প্রকল্প এলাকার অন্তর্গত চাষী, মৎস্যজীবী, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী, হস্তশিল্পী, মাঝি, এ্যাকুয়াকালচারিষ্ট, ভূমিহীন, দুঃস্থ এবং প্রকল্প দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত পরিবার, যাহারা প্রকল্প দ্বারা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ইতিবাচক বা নেতিবাচকভাবে প্রভাবিত হইতেছেন বা হইবার সম্ভাবনা রহিয়াছে, দল এর সদস্য হইবে।

(২) উপ-বিধি (১) এ উল্লিখিত পরিবার প্রধান বা তাহার মনোনীত পরিবারের অন্য কোন ব্যক্তি সংশ্লিষ্ট দলে উক্ত পরিবারের প্রতিনিধিত্ব করিবে:

তবে শর্ত থাকে যে, পরিবারের সংখ্যা নির্ধারণ বা কোন পরিবারের প্রতিনিধি মনোনয়ন সংক্রান্ত বিষয়ে কোন বিরোধ দেখা দিলে প্রকল্প কর্তৃপক্ষ বিষয়টি অনুসন্ধানপূর্বক সিদ্ধান্ত প্রদান করিবে এবং প্রকল্প কর্তৃপক্ষের উক্ত সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

(৩) টেকসই ও প্রতিনিধিত্বমূলক পানি ব্যবস্থাপনা দল গঠনের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট দলের এখতিয়ারাধীন এলাকার উপকারভোগীদের মধ্য হইতে কমপক্ষে শতকরা ৫৫ (পঞ্চান্ন) ভাগ পরিবারের প্রতিনিধিত্ব থাকিতে হইবে।

১০। এসোসিয়েশন এর সদস্য।—প্রতিটি দলের ব্যবস্থাপনা কমিটি কর্তৃক মনোনীত উক্ত দলের অনধিক ৪ (চার) জন করিয়া সদস্য লইয়া এসোসিয়েশনের সাধারণ কমিটি গঠিত হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, উক্ত ৪ (চার) জন প্রতিনিধির মধ্যে অন্যূন একজন নারী প্রতিনিধি থাকিতে হইবে।

১১। ফেডারেশন এর সদস্য।—প্রকল্পের আকার ও আয়তন এবং সংশ্লিষ্ট প্রকল্প এলাকাধীন এসোসিয়েশনের সংখ্যার উপর ভিত্তি করিয়া সংশ্লিষ্ট প্রকল্প কর্তৃপক্ষ ফেডারেশনের সদস্য সংখ্যা এবং এসোসিয়েশন হইতে কতজন করিয়া প্রতিনিধি ফেডারেশনে অন্তর্ভুক্ত হইবেন তাহা নির্ধারণ করিবে।

১২। সংগঠনে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিত্ব।—দলের ক্ষেত্রে ইউনিয়ন পরিষদের সদস্যবৃন্দ, এসোসিয়েশনের ক্ষেত্রে ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান এবং ফেডারেশনের ক্ষেত্রে উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যানকে উপদেষ্টা হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করিতে হইবে :

তবে শর্ত থাকে যে, কোন দল, এসোসিয়েশন বা ফেডারেশনের আওতাভুক্ত এলাকা যদি, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, একাধিক ওয়ার্ড, ইউনিয়ন বা উপজেলার সীমানার মধ্যে পড়ে, তাহা হইলে, ক্ষেত্রমত, সংশ্লিষ্ট মেম্বারগণ, ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যানগণ বা উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যানগণ সংশ্লিষ্ট দল, এসোসিয়েশন বা ফেডারেশনের উপদেষ্টা হিসাবে অন্তর্ভুক্ত হইবেন।

১৩। সংগঠনের প্রতিনিধি নির্বাচন।—সংগঠনের ব্যবস্থাপনা কমিটি, দল হইতে এসোসিয়েশনে এবং এসোসিয়েশন হইতে ফেডারেশনে প্রতিনিধি প্রেরণ করিবার ক্ষেত্রে, প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে এবং প্রতিনিধিত্বকারী সদস্যকে ফরম-৩ মোতাবেক একটি পরিচয়পত্র প্রদান করিবে।

১৪। এসোসিয়েশন ও ফেডারেশনের সদস্য সংখ্যা পুনঃনির্ধারণ ও হ্রাস-বৃদ্ধি।—এই বিধিমালার অন্য কোন বিধানে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, প্রকল্পের আকার, আয়তন ও ব্যবস্থাপনার সুবিধা বিবেচনা করিয়া পানি ব্যবস্থাপনা'র দপ্তর বা তদকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন কর্মকর্তা এসোসিয়েশন ও ফেডারেশনের সদস্য সংখ্যা পুনঃনির্ধারণ এবং প্রয়োজনে, হ্রাস-বৃদ্ধি করিতে পারিবে।

১৫। সংগঠনের সদস্য হইবার যোগ্যতা।—সংগঠনের সদস্য হইবার জন্য কোন ব্যক্তির নিম্নরূপ যোগ্যতা থাকিতে হইবে, যথা :—

(ক) সংশ্লিষ্ট প্রকল্প এলাকার স্থায়ী অধিবাসী অথবা উক্ত এলাকার জমির মালিক;

(খ) বয়স ন্যূনতম ১৮ (আঠার) বৎসর;

(গ) শারিরীকভাবে সক্ষম ও সুস্থ মস্তিস্কের অধিকারী।

১৬। সদস্যপদ বিলোপ।—(১) কোন ব্যক্তি একটি সংগঠনের সদস্য হইবার পর এই বিধিমালা অনুযায়ী সদস্য হইবার ক্ষেত্রে কোন যোগ্যতা হারাইলে সংশ্লিষ্ট সংগঠনে তাহার সদস্যপদ বাতিল হইবে ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, উক্তরূপ কারণে কেন তাহার সদস্যপদ বাতিল করা হইবে না তদ্মর্মে কারণ দর্শাইবার জন্য তাহাকে যুক্তিসঙ্গত সময় প্রদান করিতে হইবে।

(২) উপ-বিধি (১) এর অধীন কোন ব্যক্তির সদস্যপদ বাতিল করা হইলে সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি উক্ত সিদ্ধান্ত প্রাপ্তির ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে নিবন্ধকের নিকট আপীল করিতে পারিবেন এবং উক্ত বিষয়ে নিবন্ধকের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

১৭। সংগঠনের ব্যবস্থাপনা কমিটি।—(১) প্রত্যেক সংগঠনের যাবতীয় প্রশাসনিক ক্ষমতা এবং ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব একটি ব্যবস্থাপনা কমিটির উপর ন্যস্ত থাকিবে এবং সাধারণ সভায় সম্পাদনযোগ্য কার্য ব্যতীত, সংগঠনের সকল কার্য উক্ত কমিটি সম্পাদন করিবে।

(২) ব্যবস্থাপনা কমিটির গঠন ও কাঠামো হইবে নিম্নরূপ, যথা :—

(ক) সভাপতি;

(খ) সহ-সভাপতি;

(গ) সাধারণ সম্পাদক;

(ঘ) যুগ্ম-সম্পাদক;

(ঙ) কোষাধ্যক্ষ; এবং

(চ) অনধিক ৭ (সাত) জন কার্যকরী সদস্য (যাহাদের মধ্যে ভূমিহীন, মৎস্যজীবী ও দুঃস্থ নারীদের, যদি থাকে, একজন করিয়া প্রতিনিধি থাকিবেন)।

(৩) উপ-বিধি (২) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, কোন সংগঠনের ব্যবস্থাপনা কমিটিতে অন্তর্ভুক্তির জন্য ৭ জন কার্যকরী সদস্য পাওয়া না গেলে, উক্ত সদস্য সংখ্যা হ্রাস করা যাইবে।

১৮। ব্যবস্থাপনা কমিটির মেয়াদ।—(১) ব্যবস্থাপনা কমিটি উহার প্রথম সভার তারিখ হইতে ৩(তিন) বৎসর মেয়াদে কার্যকর থাকিবে এবং মেয়াদ পূর্ণ হইবার পর উহা স্বাভাবিকভাবে বিলুপ্ত হইবে।

(২) উপ-বিধি (১) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, নির্বাচিত কমিটি কার্যভার গ্রহণ না করা পর্যন্ত মেয়াদোত্তীর্ণ ব্যবস্থাপনা কমিটি, এই বিধিমালার বিধান সাপেক্ষে, উহার দায়িত্ব পালন করিবে।

১৯। ব্যবস্থাপনা কমিটির কার্যাবলী।—ব্যবস্থাপনা কমিটির দায়িত্ব ও কার্যাবলী হইবে নিম্নরূপ, যথা :—

(ক) নগদ অর্থাদি গ্রহণ ও জমা প্রদান;

(খ) সংগৃহীত ও ব্যয়িত অর্থের হিসাবরক্ষণ এবং নিরীক্ষকের নিকট হিসাব পেশ;

(গ) সাধারণ কমিটির সভা আয়োজন;

(ঘ) যথাসময়ে বার্ষিক সাধারণ সভা আয়োজন;

(ঙ) বার্ষিক সাধারণ সভায় উপস্থাপনের জন্য নিম্নবর্ণিত বিষয়সমূহ প্রস্তুত, যথা :—

(অ) সংগঠনের কার্যাবলীর বার্ষিক প্রতিবেদন;

(আ) সংগঠনের আয় ও ব্যয়ের বার্ষিক হিসাব বিবরণী;

(চ) নিবন্ধকের চাহিদা অনুযায়ী সকল ধরনের বিবরণী ও নথি তৈরী এবং প্রেরণ;

(ছ) সংগঠনের হিসাব নিয়মিত ও যথাসময়ে নির্দিষ্ট বহিতে লিপিবদ্ধকরণ;

(জ) সদস্যদের হালনাগাদ তালিকার রেজিস্টার সংরক্ষণ;

(ঝ) প্রকল্প রক্ষণাবেক্ষণের স্বার্থে বা সংগঠনের অন্য কোন স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বিভিন্ন চুক্তি বা দলিল দস্তাবেজ প্রস্তুত ও স্বাক্ষর;

(ঞ) সংগঠনের লক্ষ্যসমূহ অর্জনে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ;

(ট) নিয়মিত প্রকল্প পরিদর্শন এবং বাঁধ, খাল, জলকপাট, সেচ বিতরণ ও ব্যবস্থাপনা, ইত্যাদি বিষয়ে উদ্ভূত সমস্যা সনাক্তকরণ;

(ঠ) কর্তৃপক্ষের নিকট সেচের চাহিদা দাখিল, সেচ বিতরণ ও ব্যবস্থাপনা;

(ড) সেচ বুকিং করার কাজে প্রকল্প কর্তৃপক্ষকে সহায়তা দান এবং জমির মালিকওয়ারী সেচকৃত জমির তথ্য সংগ্রহ ও সংরক্ষণ;

(ঢ) সেচ সার্ভিস চার্জ আদায়ের পদক্ষেপ গ্রহণ;

(ণ) সনাক্তকৃত অথবা প্রত্যাশিত সমস্যার আলোকে মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয় নির্ধারণ এবং কার্যক্রম বাস্তবায়নের লক্ষ্যে উপকারভোগীদের নিকট হইতে তহবিল সংগ্রহ এবং স্বেচ্ছাশ্রমের ব্যবস্থা;

(ত) কৃষকদের সর্বোচ্চ সুবিধা প্রদানের লক্ষ্যে জলকপাট (যদি প্রকল্পের অধীনে থাকে) পরিচালনার নীতি প্রণয়ন;

(থ) বাঁধের পার্শ্ববর্তী ঢালে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচী গ্রহণ এবং প্রকল্প এলাকায় মৎস্য চাষ উন্নয়নের সম্ভাবনা অনুসন্ধান;

(দ) প্রয়োজনবোধে সদস্যদের মধ্যে হইতে একজন জলকপাট অপারেটর মনোনয়ন বা নির্বাচন;

(ধ) ক্ষুদ্র বা প্রান্তিক কৃষকদের উপর প্রকল্পের নেতিবাচক প্রভাব লাঘবের চেষ্টা;

(ন) বোর্ড, স্থানীয় কর্তৃপক্ষ, এনজিও এবং অন্যান্যদের সহিত যোগাযোগ রক্ষা;

(প) ব্যবস্থাপনা কমিটির নির্বাচনের জন্য ভোটার তালিকা প্রণয়ন ও নির্বাচন পরিচালনা কমিটি গঠন; এবং

(ফ) সাধারণ কমিটি কর্তৃক অর্পিত অন্যান্য দায়িত্ব পালন করা।

২০। **ব্যবস্থাপনা কমিটির নির্বাচন**।—(১) ব্যবস্থাপনা কমিটির সভাপতি, সহ-সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক, যুগ্ম-সম্পাদক, কোষাধ্যক্ষ এবং কার্যকরী সদস্যগণ সংশ্লিষ্ট সংগঠনের সাধারণ সদস্যগণ কর্তৃক নির্বাচিত হইবেন।

(২) ব্যবস্থাপনা কমিটির মেয়াদ পূর্তির অন্যূন ৩০ (ত্রিশ) দিন পূর্বে পরবর্তী কমিটির নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইবে।

২১। **ভোটার তালিকা, ইত্যাদি**।—(১) বিদ্যমান ব্যবস্থাপনা কমিটি পরবর্তী ব্যবস্থাপনা কমিটির নির্বাচন অনুষ্ঠানের নিমিত্ত, মেয়াদ পূর্তির অন্যূন ৯০ (নব্বই) দিন পূর্বে, সংগঠনের সদস্য তালিকার ভিত্তিতে ভোটদানের উপযুক্ত সদস্য সমন্বয়ে একটি খসড়া ভোটার তালিকা প্রস্তুত করিয়া সাধারণ্যে প্রকাশপূর্বক উহার কপি সকল সদস্য এবং নিবন্ধকের নিকট প্রেরণ করিবে।

(২) উপ-বিধি (১) অনুযায়ী প্রকাশিত খসড়া ভোটার তালিকা সম্পর্কে কাহারও কোন প্রকার আপত্তি থাকিলে উক্ত তালিকা প্রকাশের তারিখ হইতে অনধিক ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে ব্যবস্থাপনা কমিটির নিকট আপত্তি উত্থাপন করা যাইবে।

(৩) ব্যবস্থাপনা কমিটি, উপ-বিধি (২) এর অধীন প্রাপ্ত আপত্তির উপর শুনানি গ্রহণ করিয়া উহাতে প্রয়োজনীয় সংশোধনপূর্বক খসড়া ভোটার তালিকা চূড়ান্ত করিবে।

(৪) উপ-বিধি (৩) এর অধীন প্রদত্ত কোন সিদ্ধান্তে সংক্ষুব্ধ হইলে অথবা ভোটার তালিকায় নাম অন্তর্ভুক্তি বা বাদ পড়া সম্পর্কে কোন বিরোধ সৃষ্টি হইলে, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি নিবন্ধকের নিকট অভিযোগ উত্থাপন করিতে পারিবেন এবং এতদ্‌বিষয়ে নিবন্ধকের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

২২। **নির্বাচন পরিচালনা কমিটি**।—(১) ব্যবস্থাপনা কমিটি, বিধি ২০ এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, উহার মেয়াদ পূর্তির অন্যূন ৬০ (ষাট) দিন পূর্বে একটি নির্বাচন পরিচালনা কমিটি গঠন করিবে :

তবে শর্ত থাকে যে, সংশ্লিষ্ট নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী কোন ব্যক্তিকে অথবা উক্ত নির্বাচনে বা কোন প্রার্থীর সহিত সরাসরি স্বার্থ জড়িত রহিয়াছে, এইরূপ কোন ব্যক্তিকে নির্বাচন পরিচালনা কমিটিতে অন্তর্ভুক্ত করা যাইবে না।

(২) নির্বাচন পরিচালনা কমিটির কোন পদ শূন্য হইলে ব্যবস্থাপনা কমিটি বা, ক্ষেত্রমত, অন্তর্বর্তীকালীন ব্যবস্থাপনা কমিটি, অবিলম্বে উক্ত শূন্যস্থান পূরণ করিবে।

(৩) নির্বাচন পরিচালনার জন্য, নির্বাচন পরিচালনা কমিটির সদস্যগণকে, সংশ্লিষ্ট সংগঠনের তহবিল হইতে, ব্যবস্থাপনা কমিটি কর্তৃক নির্ধারিত হারে, সম্মানী প্রদান করা যাইবে।

(৪) ব্যবস্থাপনা কমিটি অথবা, ক্ষেত্রমত, অন্তর্বর্তীকালীন ব্যবস্থাপনা কমিটি, নির্বাচন পরিচালনা কমিটিকে নির্বাচন অনুষ্ঠানের ব্যয় নির্বাহসহ প্রয়োজনীয় সকল সহযোগিতা প্রদান করিবে।

২৩। **নির্বাচন পরিচালনা কমিটির কার্যাবলী**।—(১) নির্বাচন পরিচালনা কমিটি নির্বাচন অনুষ্ঠানের অন্যূন ২১ (একুশ) দিন পূর্বে নিম্নবর্ণিত বিষয় উল্লেখপূর্বক নির্বাচনী তফসিল ঘোষণা করিবে, যথা :—

(ক) মনোনয়নপত্র প্রাপ্তির স্থান, তারিখ ও সময়;

(খ) মনোনয়নপত্র দাখিলের তারিখ, সময় ও স্থান;

(গ) মনোনয়নপত্র বাছাই করিবার এবং বাছাই শেষে প্রার্থীর প্রাথমিক খসড়া তালিকা প্রকাশের তারিখ, সময় ও স্থান;

(ঘ) প্রাথমিক খসড়া তালিকায় অন্তর্ভুক্ত কোন প্রার্থীর মনোনয়নপত্রের বিষয়ে আপত্তি কিংবা বাতিলকৃত প্রার্থীর আপীল আবেদন দাখিলের তারিখ, সময় ও স্থান;

(ঙ) আপীল শুনানির সময়কাল, স্থান ও শুনানি শেষে চূড়ান্তভাবে বৈধ প্রার্থীর তালিকা প্রকাশ;

(চ) প্রার্থীতা প্রত্যাহারের শেষ তারিখ, সময় ও স্থান;

(ছ) ভোট গ্রহণের তারিখ, সময় ও স্থান; এবং

(জ) নির্বাচন কমিটি কর্তৃক চাহিত এবং প্রার্থী কর্তৃক মনোনয়নপত্রের সঙ্গে দাখিলযোগ্য প্রয়োজনীয় দলিলাদির বিবরণ এবং মনোনয়নপত্র দাখিলের নিয়মাবলী।

(২) নির্বাচন পরিচালনা কমিটি তদ্‌কর্তৃক নির্ধারিত তারিখ, সময় ও স্থানে—

(ক) প্রার্থী কিংবা তাহার প্রতিনিধি কর্তৃক দাখিলকৃত মনোনয়নপত্র গ্রহণ করিবে;

(খ) প্রার্থী কিংবা তাহার মনোনীত প্রতিনিধির উপস্থিতিতে (যদি উপস্থিত থাকিতে আগ্রহী হয়) মনোনয়নপত্র বাছাই করিবে;

(গ) বাছাই অন্তে বৈধ এবং বাতিলকৃত প্রার্থীদের নামের তালিকা প্রকাশ করিবে; এবং

(ঘ) বৈধ প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের মধ্যে প্রতীক বিতরণ করিবে; তবে একাধিক প্রার্থী একই প্রতীক দাবী করিলে সংশ্লিষ্ট প্রার্থী বা তাহার প্রতিনিধির সম্মুখে লটারির মাধ্যমে উহা নিষ্পত্তি করিবে, যাহা চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

(৩) নির্বাচন পরিচালনা কমিটি নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য উহার কোন সদস্যকে পোলিং অফিসার নিয়োগ করিবে।

২৪। **ব্যবস্থাপনা কমিটিতে প্রার্থী হইবার অযোগ্যতা।**—(১) নিম্নবর্ণিত সদস্যগণ ব্যবস্থাপনা কমিটির কোন পদে প্রার্থী হইবার যোগ্য হইবেন না, যথা:—

(ক) প্রকল্পের সহিত কোন লাভজনক ব্যবসায় নিয়োজিত, তবে চুক্তিবদ্ধ শ্রমিক দলের কোন সদস্যের ক্ষেত্রে ইহা প্রযোজ্য হবে না;

(খ) ব্যবস্থাপনা কমিটির নির্বাচন পরিচালনা কমিটির সহিত যুক্ত;

(গ) ২১ (একুশ) বৎসরের কম বয়স্ক;

(ঘ) সংশ্লিষ্ট এলাকার স্থায়ী অধিবাসী নন;

(ঙ) কোন ফৌজদারী অপরাধের কারণে কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়া থাকেন এবং কারাভোগের পর ৫ (পাঁচ) বৎসর সময়কাল অতিবাহিত না হয়;

(চ) সংগঠনের অধীনে বেতনভোগী কর্মচারী বা লাভজনকভাবে কোন পদে অধিষ্ঠিত বা সংগঠনের কোন কাজের জন্য ঠিকাদার বা লাভজনকভাবে সংগঠনকে কোন সামগ্রী সরবরাহকারী;

(ছ) একই সংগে সমপর্যায়ের একাধিক সংগঠনের ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্য;

(জ) উপযুক্ত আদালত কর্তৃক দেউলিয়া বা অপ্রকৃতিস্থ ঘোষিত;

(ঝ) নির্বাচন মাস পর্যন্ত সংগঠনের সহিত দেনা-পাওনা হাল নাগাদ না থাকা; এবং

(ঞ) সেচ সার্ভিস চার্জ এর টাকা অপরিশোধিত থাকা।

(২) ব্যবস্থাপনা কমিটির নির্বাচনে কোন সদস্য একই সংগে একাধিক পদে প্রার্থী হইতে পারিবেন না।

(৩) কোন ব্যক্তি ব্যবস্থাপনা কমিটির কোন পদে, একাদিক্রমে হউক বা না হউক, ২ (দুই) মেয়াদের অধিক অধিষ্ঠিত থাকিবার যোগ্য হইবেন না।

২৫। **মনোনয়নপত্র বাতিল।**—(১) নির্দিষ্ট তারিখ, সময় ও স্থানে মনোনয়নপত্র বাছাইকালে নির্বাচন পরিচালনা কমিটি, নিম্নবর্ণিত ক্ষেত্রে, মনোনয়নপত্র বাতিল করিতে পারিবে, যথা:—

(ক) এই বিধি কিংবা উপ-আইন মোতাবেক প্রার্থীর ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্য হইবার যোগ্যতা না থাকিলে;

(খ) মনোনয়নপত্রে উল্লিখিত প্রার্থীর নামের সহিত ভোটার তালিকাসহ অন্যান্য দলিলাদিতে বর্ণিত নামের গড়মিল থাকিলে;

(গ) মনোনয়নপত্র অসম্পূর্ণ, কাটাকাটি, ফ্লুয়েড দিয়া মোছা কিংবা ঘষামাজা হইলে; এবং

(ঘ) মিথ্যা বা প্রতারণাপূর্ণ তথ্য পরিবেশন করা হইলে অথবা নির্বাচন পরিচালনা কমিটির চাহিদা মোতাবেক মনোনয়নপত্রের সহিত প্রয়োজনীয় দলিলপত্র সংযুক্ত না করা হইয়া থাকিলে।

(২) নির্বাচন পরিচালনা কমিটি, দাখিলকৃত মনোনয়নপত্রের সহিত প্রদত্ত তথ্যাদির সঠিকতা যাচাইয়ের নিমিত্ত, প্রয়োজনে, প্রচলিত যে কোন উপযুক্ত পদ্ধতি গ্রহণ করিতে পারিবে।

২৬। **ব্যালট পেপার।**—ব্যবস্থাপনা কমিটি, নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য নির্ধারিত তারিখের অন্যূন ৩ (তিন) দিন পূর্বে, নির্বাচন পরিচালনা কমিটির চাহিদা অনুযায়ী প্রত্যেক বৈধ প্রার্থীর প্রতীক চিহ্ন সম্বলিত ব্যালট পেপার, ব্যালট বাক্স, নির্বাচনী সীল এবং অন্যান্য নির্বাচনী সামগ্রী উক্ত কমিটির নিকট সরবরাহ করিবে।

২৭। **নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা।**—কোন পদে একাধিক প্রার্থী থাকিলে সেইক্ষেত্রে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইবে এবং নির্বাচনী তফসিল মোতাবেক প্রার্থীতা প্রত্যাহারের পর কোন পদে কেবল একজন বৈধ প্রার্থী থাকিলে নির্বাচন পরিচালনা কমিটি উক্ত প্রার্থীকে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত ঘোষণা করিবে।

২৮। **ভোটদান ও ভোটগ্রহণ পদ্ধতি।**—(১) ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত সংগঠনের সাধারণ সদস্যগণ ব্যবস্থাপনা কমিটির নির্বাচনে ভোট প্রদান করিবেন।

(২) পোলিং অফিসার একজন ভোটারের পরিচয় সম্পর্কে নিশ্চিত হইয়া ভোট প্রদানের জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক ব্যালট পেপার ও সীল সরবরাহ করিবেন।

(৩) ভোটারকে ব্যালট পেপার প্রদানের পূর্বে পোলিং অফিসার—

(ক) ভোটার তালিকায় ভোটারের নামের পার্শ্বে ও ক্রমিক নম্বরে টিক চিহ্ন প্রদান করিবেন;

(খ) ব্যালট পেপারের পিছনে অফিসিয়াল সীল প্রদান করিবেন;

(গ) ব্যালট পেপারের মুড়িতে অফিসিয়াল সীল প্রদান করিবেন;

(ঘ) ব্যালট পেপারের মুড়িতে ভোটারের স্বাক্ষর বা টিপসহি গ্রহণ করিবেন;

(ঙ) ভোটারের বৃদ্ধাঙ্গুলিতে অমোচনীয় কালি লাগাইবেন।

(৪) ভোট আরম্ভ হইবার পূর্ব পর্যন্ত ব্যালট পেপার ও অফিসিয়াল সীল নিরাপদ হেফাজতে রাখিতে হইবে।

(৫) ভোট প্রদানের নিয়ম ও পদ্ধতি না মানিলে কোন ভোটারকে ব্যালট পেপার প্রদান করা যাইবে না।

(৬) ভোটার ব্যালট পেপার গ্রহণ করিয়া—

(ক) ভোট প্রদানের নির্ধারিত স্থানে যাইবেন;

(খ) তাহার পছন্দমত প্রার্থীর প্রতীক চিহ্নের উপর সীল দিবেন; এবং

(গ) সীল দেওয়া ব্যালট পেপার পোলিং অফিসারের সম্মুখে রাখা ব্যালট বাক্সে ফেলিবেন।

(৭) কোন ভোটার দৃষ্টিহীন, শারীরিক প্রতিবন্ধী কিংবা কাহারো সাহায্য ব্যতীত ভোট দানে অক্ষম হইলে, পোলিং অফিসার উক্ত ভোটারের মনোনীত কোন ব্যক্তিকে তাহার সহিত থাকিবার জন্য অনুমতি প্রদান করিবেন, যাহাতে উক্ত ভোটার উক্ত সহায়তাকারীর সহায়তায় ভোট প্রদান করিতে পারেন।

২৯। **ভোট গণনা এবং ফলাফল ঘোষণা।**—(১) ভোট গ্রহণ সমাপ্ত হইলে নির্বাচন পরিচালনা কমিটি,—

(ক) প্রার্থীদের কিংবা তাহাদের মনোনীত প্রতিনিধিগণের উপস্থিতিতে, যদি থাকেন, ব্যালট পেপারগুলি ব্যালট বাক্স হতে বাহির করিয়া গণনা করিবে এবং নষ্ট, বাতিল, কিংবা অস্পষ্ট ব্যালট পেপারগুলি বৈধ ব্যালট পেপারগুলি হইতে পৃথক করিবে:

তবে শর্ত থাকে যে, কোন ব্যালট পেপার বৈধ নাকি অবৈধ, সে সম্পর্কে কোন মতভেদ বা প্রশ্ন দেখা দিলে, উক্ত বিষয়ে নির্বাচন পরিচালনা কমিটির সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হইবে।

(খ) কোন প্রার্থীর পক্ষে কত ভোট পড়িয়াছে তাহা পৃথকভাবে গণনা করিবে এবং প্রয়োজনবোধে উহা পুনঃগণনা করিবে।

(২) নির্বাচন পরিচালনা কমিটি সর্বাধিক ভোটপ্রাপ্ত প্রার্থীকে নির্বাচিত ঘোষণা করিবে এবং দুই বা ততোধিক প্রার্থীর পক্ষে সমান ভোট পড়িলে উহার ফলাফল লটারির মাধ্যমে নিষ্পত্তি করিবে।

(৩) নির্বাচনী ফলাফল ঘোষণায় নির্বাচন পরিচালনা কমিটির সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

৩০। **প্রার্থীবিহীন কোন পদের নির্বাচন।**—ব্যবস্থাপনা কমিটির নির্বাচনে যদি কোন পদে কোন বৈধ প্রার্থী না থাকে কিংবা দাখিলকৃত সকল মনোনয়ন অবৈধ ঘোষিত হয় বা প্রত্যাহার করা হয়, সেইক্ষেত্রে নির্বাচন পরিচালনা কমিটি সংশ্লিষ্ট পদে নির্বাচনের জন্য পুনরায় তফসিল ঘোষণা করিবে।

৩১। **নির্বাচন পরিচালনা কমিটির কার্যাবলীর রেকর্ড সংরক্ষণ।**—(১) নির্বাচন পরিচালনা কমিটি কর্তৃক উহার বিভিন্ন সভার কার্যবিবরণী উহার সদস্যগণের স্বাক্ষরসহ একটি পৃথক রেজিস্টার বহিতে সংরক্ষণ করিতে হইবে।

(২) নির্বাচন পরিচালনা কমিটি, ভোট গ্রহণ শেষে সমস্ত মনোনয়নপত্র, ব্যালট পেপার, কাউন্টার ফয়েল, বৈধ, অবৈধ, বাতিলকৃত ও অব্যবহৃত ব্যালট পেপারসমূহ, যদি থাকে, আনুষঙ্গিক দ্রব্যাদি এবং নির্বাচন পরিচালনা কমিটির স্বাক্ষরিত নির্বাচনী ফলাফল রেজিস্টার বহিতে লিপিবদ্ধ করিয়া পৃথকভাবে সীলগালা করিয়া সংশ্লিষ্ট ব্যবস্থাপনা কমিটির সভাপতির নিকট হস্তান্তর করিবে এবং প্রাপ্তি স্বীকারোক্তি হিসাবে রেজিস্টার বহিতে তাহার স্বাক্ষর গ্রহণ করিবে।

৩২। **ব্যবস্থাপনা কমিটিতে কোন পদের শূন্যতা।**—(১) ব্যবস্থাপনা কমিটিতে কোন ব্যক্তির পদ শূন্য হইবে, যদি—

(ক) তাহার উক্ত কমিটিতে নির্বাচিত হইবার যোগ্যতাসমূহ অব্যাহত না থাকে;

(খ) তিনি পদত্যাগ করেন; অথবা

(গ) মৃত্যুবরণ করেন।

(২) উপ-বিধি (১) এর অধীন কোন পদ শূন্য হইলে উক্ত শূন্যপদ পূরণের জন্য ব্যবস্থাপনা কমিটি এই বিধিমালার বিধান অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।

৩৩। **ব্যবস্থাপনা কমিটির কোন পদে অধিষ্ঠিত কোন ব্যক্তিকে অপসারণ, বহিষ্কার ইত্যাদি।**—(১) ব্যবস্থাপনা কমিটির কোন পদে অধিষ্ঠিত কোন ব্যক্তি সংগঠনের স্বার্থ বিরোধী কোন কার্যকলাপে জড়িত থাকিলে, বিষয়টি এতদুদ্দেশ্যে আহুত সাধারণ কমিটির বিশেষ সভায় সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে, তাহাকে অপসারণ করা যাইবে।

(২) ব্যবস্থাপনা কমিটির কোন পদে অধিষ্ঠিত কোন ব্যক্তি সংগঠনের সভাপতির লিখিত পূর্বানুমোদন ব্যতীত উক্ত কমিটির পর পর ৪ (চার) টি সভায় অনুপস্থিত থাকিলে সংশ্লিষ্ট পদটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে বাতিল হইয়া যাইবে।

(৩) উপ-বিধি (২) এর অধীন কোন পদ বাতিল হইলে বিষয়টি সাধারণ কমিটির সভায় উত্থাপনের মাধ্যমে সকল সদস্যকে অবহিত করিতে হইবে।

৩৪। **ব্যবস্থাপনা কমিটি বিলুপ্তকরণ এবং অন্তর্বর্তীকালীন ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠন।**—(১) কোন ব্যবস্থাপনা কমিটি সংগঠনের স্বার্থ বিরোধী কোন কার্যকলাপে জড়িত থাকিলে অথবা পানি সম্পদ প্রকল্পে নেতিবাচক কোন কর্মকাণ্ডে জড়িত থাকিলে অথবা এই বিধিমালা বা নির্দেশিকা অনুযায়ী উহার উপর অর্পিত দায়িত্ব পালন করিতে ব্যর্থ হইলে, সংগঠনের নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষ, উপ-বিধি (২) এর বিধান সাপেক্ষে, মেয়াদ পূর্তির পূর্বেই, উক্ত ব্যবস্থাপনা কমিটি বিলুপ্ত করিতে পারিবে এবং সংগঠনের অন্যান্য সদস্যদের অন্তর্ভুক্ত করিয়া একটি অন্তর্বর্তীকালীন ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠন করিতে পারিবে।

(২) উপ-বিধি (১) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, কোন ব্যবস্থাপনা কমিটি বিলুপ্ত করিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হইলে, উক্তরূপ বিলুপ্ত করিবার পূর্বে, ৭ (সাত) দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে কারণ দর্শাইবার জন্য, উক্ত কমিটিকে নোটিশ প্রদান করিতে হইবে এবং শুনানী গ্রহণ ব্যতীত কোন ব্যবস্থাপনা কমিটি বিলুপ্ত করা যাইবে না।

(৩) উপ-বিধি (১) এর অধীন কোন অন্তর্বর্তীকালীন ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠন করা হইলে উক্ত কমিটি নিয়মিত দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি মূল দায়িত্ব হিসাবে, দায়িত্ব গ্রহণের অনধিক ৬০ (ষাট) দিনের মধ্যে, এই বিধিমালা অনুসরণপূর্বক, যতদূর সম্ভব, একটি নিয়মিত ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠনের জন্য নির্বাচন অনুষ্ঠানের উদ্যোগ গ্রহণ করিবে;

তবে শর্ত থাকে যে, কোন অন্তর্বর্তীকালীন ব্যবস্থাপনা কমিটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে নির্বাচন অনুষ্ঠান করিতে ব্যর্থ হইলে উক্ত কমিটি বিলুপ্ত করিয়া তদস্থলে নূতন করিয়া অন্তর্বর্তীকালীন ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠন করিতে হইবে, যাহাতে পূর্বের কমিটির

চতুর্থ অধ্যায়
বার্ষিক সাধারণ সভা

৩৫। **বার্ষিক সাধারণ সভা।**—(১) প্রতি বৎসর সংগঠনের একটি বার্ষিক সাধারণ সভার আয়োজন করিতে হইবে।

(২) সভা অনুষ্ঠানের অন্ততঃ ২১ (একুশ) দিন পূর্বে, সভা অনুষ্ঠানের স্থান, তারিখ উল্লেখ করিয়া সকল সদস্যের নিকট নোটিশ প্রদান করিতে হইবে।

(৩) অর্থ-বৎসর শেষ হইবার ৬০ (ষাট) দিনের মধ্যে বার্ষিক সাধারণ সভা আয়োজন করিতে হইবে।

(৪) নীতি নির্ধারণী বিষয়সমূহ অনুমোদনের জন্য বার্ষিক সাধারণ সভায় উপস্থাপন করিতে হইবে।

(৫) দলের সদস্য সংখ্যা ১০০ বা উহার কম হইলে মোট সদস্য সংখ্যার এক-তৃতীয়াংশ (১/৩), সদস্য সংখ্যা ১০০ হইতে ১০০০ এর মধ্যে হইলে মোট সদস্য সংখ্যার এক-চতুর্থাংশ (১/৪) এবং সদস্য সংখ্যা ১০০০ এর বেশী হইলে মোট সদস্য সংখ্যার এক-পঞ্চমাংশ (১/৫) সদস্যের উপস্থিতিতে সাধারণ সভার কোরাম হইবে।

(৬) সভা অনুষ্ঠানের প্রারম্ভে যদি দেখা যায় যে, কোরাম পূর্ণ হয় নাই, তাহা হইলে সভাটি মুলতবী হইবে এবং, সভাপতি কর্তৃক লিখিত কারণ উল্লেখপূর্বক ভিন্ন সময় বা তারিখ উল্লেখ না করিলেও, পরবর্তী ৭ (সাত) কর্ম দিবস পর একই সময় ও স্থানে উক্ত মুলতবী সভা অনুষ্ঠিত হইবে এবং উক্ত মুলতবী সভার ক্ষেত্রে কোরাম এর প্রয়োজন হইবে না।

৩৬। **বার্ষিক সাধারণ সভার আলোচ্যসূচী।**—বার্ষিক সাধারণ সভার আলোচ্যসূচী হইবে নিম্নরূপ, যথা :—

(ক) বিগত বার্ষিক সাধারণ সভা এবং বিশেষ সাধারণ সভার কার্য বিবরণী পাঠ ও অনুমোদন;

(খ) বিগত বছরের অডিট রিপোর্ট পর্যালোচনা এবং অডিট রিপোর্টের অনুলিপি প্রত্যেক সদস্যের নিকট প্রেরণ;

(গ) বিগত বছরের হিসাব বিবরণীর (আয় ও ব্যয়) উপর পর্যালোচনা এবং অনুমোদন;

(ঘ) পরবর্তী আর্থিক বৎসরের জন্য বাজেট উপস্থাপন এবং অনুমোদন;

(ঙ) ব্যবস্থাপনা কমিটির বিভিন্ন কার্যক্রমের উপর বার্ষিক প্রতিবেদন পর্যালোচনা;

(চ) সংগঠনের কোন সদস্য কর্তৃক ৩০ দিন পূর্বে দাখিলকৃত কোন অভিযোগ বিষয়ে শুনানী এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ;

(ছ) প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, ব্যবস্থাপনা কমিটির নির্বাচন অনুষ্ঠান; এবং

(জ) ব্যবস্থাপনা কমিটির সকল বা বিশেষ কোন সদস্যের বহিষ্কার বা সংগঠনের অন্য কোন সদস্যের বহিষ্কার বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা।

৩৭। **বার্ষিক প্রতিবেদন।**—(১) বার্ষিক সাধারণ সভায় সংগঠনের কার্যাবলীর বার্ষিক প্রতিবেদন উপস্থাপন করিতে হইবে।

(২) বার্ষিক সাধারণ সভায় উপস্থাপিতব্য প্রতিবেদনে নিম্নবর্ণিত বিষয়সমূহ অন্তর্ভুক্ত থাকিবে, যথা :—

(ক) ভূমিকা (নাম, ঠিকানা, গঠনের তারিখ, নিবন্ধন নম্বর, সভার তারিখ, প্রভৃতি);

(খ) সংগঠনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ;

(গ) ব্যবস্থাপনা কমিটির তালিকা এবং মোবাইল নম্বর;

(ঘ) সংগঠনের সদস্যের তালিকা;

(ঙ) বিগত বিভিন্ন অর্থ-বছরে পুণঃখননকৃত খালের তালিকা;

(চ) সংগঠনের নিজস্ব তহবিল ব্যবহার করিয়া সেচ ও পানি নিষ্কাশণ কাজে সম্পাদনকৃত কাজের বিবরণ;

(ছ) সংগঠনের বিগত সালের জমা খরচের হিসাব;

(জ) সেচ, নিষ্কাশন বা পোল্ডার এলাকার পানি ব্যবস্থাপনা সিষ্টেম এর নাম;

(ঝ) বোর্ড কর্তৃক প্রস্তাবিত রক্ষণাবেক্ষণ পরিকল্পনা;

(ঞ) স্বেচ্ছাশ্রম বা নিজস্ব তহবিলের মাধ্যমে প্রস্তাবিত কাজসমূহ;

(ট) বিগত সাধারণ সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতির বিবরণ;

(ঠ) অর্থনৈতিক কর্মকান্ড;

(ড) বিভিন্ন সময়ে গ্রহণকৃত প্রশিক্ষণের বিবরণ;

(ঢ) বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সহিত সম্পর্ক;

(ণ) সংগঠনের আওতাভুক্ত অবকাঠামোগত বিবরণ; এবং

(ত) আনুষঙ্গিক অন্যান্য কর্মকান্ড।

পঞ্চম অধ্যায়
নিবন্ধন

৩৮। **নিবন্ধক এবং অন্যান্য কর্মকর্তা-কর্মচারী।**—(১) দলের নিবন্ধন করিবেন পানি ব্যবস্থাপনা দপ্তরের সংশ্লিষ্ট প্রকল্প এলাকার উপ-প্রধান সম্প্রসারণ কর্মকর্তা, যিনি দলের ক্ষেত্রে নিবন্ধনকারী কর্মকর্তা হইবেন।

(২) এসোসিয়েশনের নিবন্ধন করিবেন বোর্ডের সংশ্লিষ্ট মুখ্য সম্প্রসারণ কর্মকর্তা বা প্রধান সম্প্রসারণ কর্মকর্তা, যিনি এসোসিয়েশনের ক্ষেত্রে নিবন্ধনকারী কর্মকর্তা হইবেন।

(৩) ফেডারেশনের নিবন্ধন করিবেন বোর্ডের প্রধান পানি ব্যবস্থাপনা, যিনি ফেডারেশনের ক্ষেত্রে নিবন্ধনকারী কর্মকর্তা হইবেন।

(৪) নিবন্ধনকারী কর্মকর্তার দপ্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ দায়িত্ব সম্পাদনে তাহাকে প্রয়োজনীয় সকল সহায়তা প্রদান করিবেন।

৩৯। **নিবন্ধন**।—(১) এই বিধিমালার অধীন নিবন্ধন ব্যতীত কোন সংগঠনকে অংশগ্রহণমূলক পানি ব্যবস্থাপনার সহিত যুক্ত করা যাইবে না।

(২) নিবন্ধনের জন্য নিবন্ধকের নিকট, ফরম-১ অনুযায়ী, আবেদনপত্র দাখিল করিতে হইবে।

(৩) আবেদনপত্রের সহিত নিম্নবর্ণিত কাগজপত্রের, দলের ক্ষেত্রে ৩ (তিন) কপি এবং এসোসিয়েশন ও ফেডারেশনের ক্ষেত্রে ৪(চার) কপি দাখিল করিতে হইবে, যথা :—

(ক) সাধারণ সদস্যদের নাম, ঠিকানা ও স্বাক্ষর বা বৃদ্ধাঙ্গুলির ছাপ;

(খ) নিবন্ধনের বিষয়ে ব্যবস্থাপনা কমিটির সভার কার্যবিবরণী;

(গ) নিবন্ধিত হইলে আইন, এই বিধিমালা এবং নির্দেশিকা অনুযায়ী অংশগ্রহণমূলক পানি ব্যবস্থাপনার দায়িত্বসহ পানি সম্পদ প্রকল্পের কোন দায়িত্ব অর্পিত হইলে যথাযথভাবে সেই দায়িত্ব পালন করিবে মর্মে ব্যবস্থাপনা কমিটির সভাপতি ও সম্পাদক কর্তৃক স্বাক্ষরিত একটি পৃথক অঙ্গীকারনামা।

(৪) দল নিবন্ধনের আবেদনপত্র সংশ্লিষ্ট সহকারী সম্প্রসারণ কর্মকর্তা বা সম্প্রসারণ কর্মকর্তার মাধ্যমে, এসোসিয়েশন নিবন্ধনের আবেদনপত্র সংশ্লিষ্ট উপ-প্রধান সম্প্রসারণ কর্মকর্তার মাধ্যমে এবং ফেডারেশন নিবন্ধনের আবেদনপত্র সংশ্লিষ্ট মুখ্য সম্প্রসারণ কর্মকর্তা বা প্রধান সম্প্রসারণ কর্মকর্তার মাধ্যমে নিবন্ধকের নিকট দাখিল করিতে হইবে।

৪০। **সংগঠন নিবন্ধন বা প্রত্যাখান**।—(১) নিবন্ধনের জন্য আবেদনপত্র প্রাপ্তির পর নিবন্ধনকারী কর্মকর্তা বিধি ৩৯ এ উল্লিখিত কাগজপত্রাদি সঠিক কিনা সেই বিষয়ে নিশ্চিত হইবেন।

(২) নিবন্ধনকারী কর্মকর্তা, উপ-বিধি (১) এ বর্ণিত বিষয়ে নিশ্চিত হইলে, আবেদনপ্রাপ্তির ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে, উপ-বিধি (৩) এর বিধান সাপেক্ষে, ফরম-২ অনুযায়ী নিবন্ধন সনদ ইস্যু করিবেন।

(৩) নিবন্ধনকারী কর্মকর্তা ৪ (চার) কপি নিবন্ধন সনদ অফিসিয়াল সীলমোহর প্রদান করিয়া উহার ১ (এক) কপি তাহার কার্যালয়ে সংরক্ষণ করিবেন, ১ (এক) কপি সংশ্লিষ্ট পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ প্রকৌশলীর নিকট এবং অপর ২ (দুই) কপি সংশ্লিষ্ট সংগঠনে প্রেরণ করিবেন।

(৪) নিবন্ধনের আবেদনপ্রাপ্তির সর্বোচ্চ ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে নিবন্ধন সনদ ইস্যু করা না হইলে নিবন্ধনকারী কর্মকর্তা উহার কারণ উল্লেখপূর্বক উক্ত সময়ের মধ্যে তাহার সিদ্ধান্ত আবেদনকারী সংগঠনকে অবহিত করিবেন।

(৫) এই বিধিতে উল্লিখিত সময়ের মধ্যে নিবন্ধন করা না হইলে অথবা কারণ উল্লেখপূর্বক সিদ্ধান্ত অবহিত করা না হইলে অথবা উক্ত সিদ্ধান্ত নেতিবাচক হইলে, সংক্ষুব্ধ সংগঠন বিষয়টি বিবেচনার জন্য নিবন্ধনকারী কর্মকর্তার পরবর্তী উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের নিকট আবেদন করিতে পারিবেন।

(৬) উপ-বিধি (৫) এর অধীন কোন আবেদন করা হইলে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা বিষয়টি যাচাই-বাছাই করিয়া, সংগঠনটি নিবন্ধনযোগ্য হইলে, আবেদনপ্রাপ্তির পরবর্তী ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে নিবন্ধন সনদ ইস্যু করিবার জন্য নিবন্ধনকারী কর্মকর্তাকে নির্দেশ প্রদান করিবেন অথবা উপযুক্ত কারণ উল্লেখপূর্বক, উক্ত সময়ের মধ্যে, লিখিতভাবে আবেদনটি প্রত্যাখান করিবেন।

(৭) উপ-বিধি (৬) এর অধীন প্রদত্ত কোন সিদ্ধান্তে কোন সংগঠন সংক্ষুব্ধ হইলে, উক্ত সিদ্ধান্ত প্রাপ্তির ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে, বোর্ডের নিকট আপীল করিতে পারিবে এবং উক্ত বিষয়ে বোর্ডের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

৪১। **নিবন্ধন বাতিল**।—(১) কোন সংগঠন এই বিধিমালা অমান্য করিলে, প্রকল্প স্বার্থ বিরোধী কার্যকলাপে লিপ্ত হইলে অথবা অনভিপ্রেত কোন গোলযোগ সৃষ্টি করিলে, নিবন্ধক—

(ক) উক্ত সংগঠনের নিবন্ধন বাতিল করা হইবে মর্মে উহাকে সতর্ক করিবেন; অথবা

(খ) উক্ত সংগঠনের কার্যকলাপ ৩(তিন) মাসের জন্য মূলতবী রাখিয়া উল্লিখিত কার্যকলাপ সংশোধনের জন্য উহাকে নির্দেশ প্রদান করিবেন।

(২) উপ-বিধি (১) এর অধীন প্রদত্ত নিবন্ধকের নির্দেশ মোতাবেক কোন সংগঠন সংশোধিত না হইলে, নিবন্ধক সংশ্লিষ্ট সংগঠনের নিবন্ধন বাতিল করিতে পারিবেন।

(৩) উপ-বিধি (২) এর অধীন কোন সংগঠনের নিবন্ধন বাতিল করা হইলে সংশ্লিষ্ট সংগঠন, উক্তরূপ সিদ্ধান্ত প্রাপ্তির ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে, বোর্ডের নিকট আপীল করিতে পারিবে এবং উক্ত বিষয়ে বোর্ডের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

(৪) এই বিধিতে ভিন্নরূপ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, কোন সংগঠনের দুই-তৃতীয়াংশ সদস্য উহার নিবন্ধন বাতিল করিবার জন্য স্বয়ং নিবন্ধক বরাবর দরখাস্ত পেশ করিতে পারিবেন এবং উক্ত ক্ষেত্রে নিবন্ধক সংশ্লিষ্ট সংগঠনের নিবন্ধন বাতিল করিবেন।

৪২। **এই বিধিমালা প্রবর্তনের অব্যবহিত পূর্বে ভিন্ন কোন আইনের অধীন নিবন্ধিত সমিতি বা সংগঠনের নিবন্ধন**।—(১) এই বিধিমালা প্রণীত হইবার অব্যবহিত পূর্বে বিদ্যমান অন্য কোন আইনের অধীন সমবায় অধিদপ্তর বা অন্য কোন দপ্তরে নিবন্ধিত সমিতি বা সংগঠনকে এই বিধিমালা কার্যকর হইবার ৬ (ছয়) মাসের মধ্যে এই বিধিমালার বিধান অনুযায়ী নিবন্ধিত হইতে হইবে।

(২) উপ-বিধি (১) এ উল্লিখিত কোন সমিতি বা সংগঠন এই বিধিমালার বিধান অনুযায়ী নিবন্ধিত না হইলে উক্ত সমিতি বা সংগঠনকে উক্ত সময়ের পর এই বিধিমালার অধীন কোন অংশগ্রহণমূলক পানি ব্যবস্থাপনার কাজে নিয়োজিত করা যাইবে না।

ষষ্ঠ অধ্যায়

চুক্তিবদ্ধ শ্রমিক দল এবং প্রকল্পের মাটির কাজ

৪৩। **চুক্তিবদ্ধ শ্রমিকদল।**—(১) প্রত্যেকটি দল প্রকল্পের ক্ষুদ্র অবকাঠামো নির্মাণ বা রক্ষণাবেক্ষণ কাজের জন্য প্রকল্প এলাকার ভূমিহীন নারী ও পুরুষদের সমন্বয়ে চুক্তিবদ্ধ শ্রমিক দল গঠন করিবে, যাহার মধ্যে অনূন্য ৩০ (ত্রিশ) শতাংশ নারীকে, যদি থাকে, অন্তর্ভুক্ত করিতে হইবে;

তবে শর্ত থাকে যে, দলের আঞ্চলিক এখতিয়ারাধীন এলাকার ভূমিহীন নারী ও পুরুষকে, যদি থাকে, বাধ্যতামূলকভাবে উক্ত শ্রমিক দলে অন্তর্ভুক্ত করিতে হইবে।

(২) মাটির কাজ সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য চুক্তিবদ্ধ শ্রমিক দলের ৬ (ছয়) সদস্য বিশিষ্ট একটি নির্বাহী কমিটি থাকিবে, যাহাতে একজন সভাপতি, একজন সম্পাদক এবং ২(দুই) জন নারী সদস্যসহ ৪ (চার) জন সদস্য থাকিবেন।

৪৪। **প্রকল্পের মাটির কাজ।**—(১) প্রকল্প এলাকার দারিদ্রতা নিরসন ও কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে, জনস্বার্থে, প্রকল্পের অন্যূন ২৫(পঁচিশ) শতাংশ মাটির কাজের দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট দলকে প্রদান করা যাইবে, যাহা উক্ত দল অধীনস্থ চুক্তিবদ্ধ শ্রমিক দলের মাধ্যমে সম্পাদন করিবে।

(২) উপ-বিধি (১) এ উল্লিখিত মাটির কাজ বাস্তবায়নের নিমিত্ত সরকার অনুমোদিত নির্দেশিকায় উল্লিখিত নমুনা চুক্তি অনুসরণে বোর্ডের সংশ্লিষ্ট নির্বাহী প্রকৌশলী ও দলের মধ্যে একটি চুক্তি এবং দল ও চুক্তিবদ্ধ শ্রমিক দলের মধ্যে অপর একটি চুক্তি সম্পাদন করিতে হইবে।

(৩) উপ-বিধি (১) এর অধীন বরাদ্দকৃত মাটির কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করিবার ক্ষেত্রে বরাদ্ধপ্রাপ্ত দল বোর্ডের নিকট দায়ী থাকিবে।

(৪) এই বিধির অধীন বরাদ্দকৃত মাটির কাজের সকল পাওনা সংগঠনের ব্যাংক একাউন্টের মাধ্যমে পরিশোধ করিতে হইবে, যাহা হইতে সংশ্লিষ্ট ব্যবস্থাপনা কমিটি সংশ্লিষ্ট চুক্তিবদ্ধ শ্রমিক দলের সদস্যদের মধ্যে তাহাদের পাওনা অনুযায়ী বন্টনের জন্য দায়ী থাকিবে।

(৫) বোর্ডের সংশ্লিষ্ট নির্বাহী প্রকৌশলী মাটির কাজের জন্য চুক্তিকৃত অর্থ সমান তিন কিস্তিতে প্রদান করিবেন, যাহার মধ্যে কাজ আরম্ভ হইবার পর প্রথম কিস্তির টাকা প্রস্তুতিমূলক অগ্রীম হিসাবে প্রদান করিতে হইবে।

(৬) মোট কাজের শতকরা পঞ্চাশ ভাগ সম্পন্ন হইলে এবং প্রথম কিস্তির টাকা সমন্বিত হইলে দ্বিতীয় কিস্তির টাকা এবং সম্পূর্ণ কাজ সম্পন্ন হইবার পর তৃতীয় ও শেষ কিস্তির টাকা পরিশোধ করিতে হইবে।

(৭) সংশ্লিষ্ট ব্যবস্থাপনা কমিটিকে উপ-বিধি (৫) ও (৬) এ উল্লিখিত কিস্তির টাকার সমন্বয়সহ সামগ্রিক কাজের হিসাব বিবরণী বোর্ডের সংশ্লিষ্ট নির্বাহী প্রকৌশলীর নিকট দাখিল করিতে হইবে।

(৮) সংশ্লিষ্ট দল প্রকল্পের মাটির কাজ হইতে প্রাপ্ত বিলের সর্বোচ্চ শতকরা পাঁচভাগ অর্থ সার্ভিস চার্জ হিসাবে দলের তহবিলে জমা রাখিয়া অবশিষ্ট অর্থ চুক্তিবদ্ধ শ্রমিকদলকে প্রদান করিবে।

(৯) এই বিধিতে ভিন্নরূপ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, কোন দলের অনুকূলে বরাদ্দকৃত মাটির কাজ উক্ত দল বোর্ড কর্তৃক নির্দেশিত আকারে সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করিতে ব্যর্থ হইলে অথবা সম্পাদনে কোন জটিলতা সৃষ্টি হইলে বোর্ড, প্রয়োজনে, স্বয়ং চুক্তিবদ্ধ শ্রমিক দল গঠন, উহার দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ এবং মাটির কাজ বাস্তবায়ন পদ্ধতি পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও সংশোধন করিতে পারিবে বা এতদ্‌সংক্রান্ত গাইডলাইন প্রণয়ন করিয়া উক্ত কাজ বাস্তবায়ন করিতে পারিবে।

সপ্তম অধ্যায়

তহবিল ও হিসাব নিরীক্ষা

৪৫। **সংগঠনের তহবিল।**—(১) সংগঠনের একটি তহবিল থাকিবে, যাহাতে নিম্নবর্ণিত উৎস হইতে প্রাপ্ত অর্থ জমা হইবে, যথা :—

(ক) সরকারি, বেসরকারি ও ব্যক্তিগত অনুদান বা চাঁদা;

(খ) সেচ প্রকল্পের ক্ষেত্রে সেচ সার্ভিস চার্জ আদায়ের পারিতোষিক হিসেবে প্রাপ্ত অর্থ;

(গ) সংগঠনের আওতাভুক্ত এলাকায়, সরকার বা, ক্ষেত্রমত, বোর্ডের অনুমোদনের মাধ্যমে প্রাপ্ত; বোর্ডের অব্যবহৃত জমি, জলাশয় বা স্থাপনায় আবাদ, বৃক্ষরোপণ, মৎস্য চাষ, সেচকার্য বা অন্য কোন কার্য হইতে অর্জিত আয়;

(ঘ) উপকারভোগীদের চাঁদা বা অর্থ;

(ঙ) প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, প্রকল্পের মাটির কাজের সার্ভিস চার্জ হইতে প্রাপ্ত আয়; এবং

(চ) অন্যান্য বৈধ উৎস হইতে প্রাপ্ত অর্থ।

(২) সংগঠনের তহবিল সংগঠনের নামে যে কোন তফসিলি ব্যাংকে জমা রাখিতে হইবে এবং তহবিল হইতে সংগঠনের প্রয়োজনীয় ব্যয় নির্বাহ হইবে।

(৩) ব্যবস্থাপনা কমিটির সভাপতি এবং কোষাধ্যক্ষের যৌথ স্বাক্ষরে ব্যাংক হিসাব পরিচালিত হইবে।

৪৬। **হিসাব নিরীক্ষা।**—(১) প্রত্যেক অর্থ-বৎসর শুরু হইবার ৬ (ছয়) মাসের মধ্যে প্রতিটি সংগঠনের পূর্ববর্তী অর্থ-বৎসরের হিসাব নিরীক্ষা করিতে হইবে।

(২) বোর্ড উহার অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা দপ্তরের মাধ্যমে সংগঠনসমূহের হিসাব নিরীক্ষা করিবে।

(৩) নিরীক্ষাকারী কর্মকর্তা নিরীক্ষা সমাপ্তির পর উহার রিপোর্টসহ সংগঠনের হিসাব সংক্রান্ত বিবরণী সত্যায়িত করিয়া সংশ্লিষ্ট সংগঠনের ব্যবস্থাপনা কমিটির সভাপতি ও নিবন্ধকের নিকট প্রেরণ করিবেন।

(৪) ব্যবস্থাপনা কমিটির সভাপতি নিরীক্ষা রিপোর্ট সদস্যদের অবগতির জন্য সাধারণ কমিটির সভায় উপস্থাপন করিবেন।

(৫) নিরীক্ষাকারী কর্মকর্তা নিরীক্ষা আরম্ভ করিবার অন্যূন ১৫ (পনের) দিন পূর্বে সংশ্লিষ্ট সংগঠনকে নোটিশ জারীর মাধ্যমে অবহিত করিবে।

(৬) সংগঠনের সকল সদস্য, কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিরীক্ষা কাজে নিরীক্ষককে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করিবেন।

অষ্টম অধ্যায়
বিবিধ

৪৭। **স্থানীয় কর্তৃপক্ষের সহায়তা গ্রহণ।**—এই বিধিমালার অধীনে পানি সম্পদ প্রকল্পের পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণের স্বার্থে প্রকল্প কর্তৃপক্ষ, প্রয়োজনে, স্থানীয় কর্তৃপক্ষ, আইন-শৃংখলা রক্ষাকারী সংস্থা বা অন্য কোন সরকারী বা বেসরকারী কর্তৃপক্ষের সহায়তা গ্রহণ করিতে পারিবে।

৪৮। **অংশগ্রহণমূলক পানি ব্যবস্থাপনা নির্দেশিকা এর প্রয়োগ।**—পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় কর্তৃক, পানি সম্পদ প্রকল্প ব্যবস্থাপনায় জনগণের অংশগ্রহণ বিষয়ে, প্রণীত বিদ্যমান অংশগ্রহণমূলক পানি ব্যবস্থাপনা নির্দেশিকার সংশ্লিষ্ট নির্দেশাবলী, এই বিধিমালার সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়া সাপেক্ষে, প্রযোজ্য হইবে।

৪৯। **সংগঠনের উপ-আইন।**—(১) সংগঠনসমূহ প্রয়োজনবোধে উহাদের সুষ্ঠু পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনার স্বার্থে, আইন ও এই বিধিমালার সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়া সাপেক্ষে, নিবন্ধকের পূর্বানুমোদনক্রমে, উপ-আইন (Bye-Laws) প্রণয়ন করিতে পারিবে।

(২) নিবন্ধকের নিকট অনুমোদনের জন্য কোন খসড়া উপ-আইন দাখিল করা হইলে নিবন্ধনকারী কর্মকর্তা সংশ্লিষ্ট খসড়া উপ-আইনটি আইন ও এই বিধিমালার সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ কিনা তাহা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করিয়া ৬০ (ষাট) দিনের মধ্যে তাহার অনুমোদন প্রদান করিবে অথবা খসড়া উপ-আইনে কোন সংশোধনী আনয়নের প্রয়োজন থাকিলে উহা সংশ্লিষ্ট সংগঠনকে অবহিত করিবে।

(৩) নিবন্ধনকারী কর্মকর্তার অনুমোদন প্রাপ্তির পর সংশ্লিষ্ট উপ-আইন সংগঠনের উপ-আইন হিসাবে ব্যবহার করা যাইবে।

৫০। **অস্পষ্টতা দূরীকরণ।**—এই বিধিমালার কোন বিধান কার্যকর করিবার ক্ষেত্রে কোন অস্পষ্টতা দেখা দিলে, সরকার, প্রশাসনিক আদেশ দ্বারা, এই বিধিমালার সহিত সঙ্গতিপূর্ণ হওয়া সাপেক্ষে, উক্তরূপ অস্পষ্টতা দূর করিতে পারিবে।

তফসিল
ফরম-১
পানি ব্যবস্থাপনা সংগঠন নিবন্ধনের জন্য আবেদনপত্র

[বিধি ৩৯(২) দ্রষ্টব্য]

স্মারক নং : তারিখ :

বরাবর

নিবন্ধক (উপ-প্রধান সম্প্রসারণ কর্মকর্তা/প্রধান বা মুখ্য সম্প্রসারণ কর্মকর্তা/প্রধান পানি ব্যবস্থাপনা) বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড

....

মহোদয়,

অংশগ্রহণমূলক পানি ব্যবস্থাপনা বিধিমালা, ২০১৩ এর বিধি ৩৯ এর বিধান অনুযায়ী আমরা.. শিরোনামাধীন পানি ব্যবস্থাপনা দল/পানি ব্যবস্থাপনা এসোসিয়েশন/পানি ব্যবস্থাপনা ফেডারেশন নিবন্ধনের জন্য আবেদন করিতেছি।

আমরা ঘোষণা করিতেছি যে, এই সংগঠন কখনও রাষ্ট্র বা সরকারের স্বার্থ বিরোধী কিংবা বিদ্যমান কোন আইনের পরিপন্থী কিংবা পানি সম্পদ প্রকল্পে নেতিবাচক কোন কর্মকান্ডে জড়িত হইবে না। এই সংগঠন সর্বদা বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড আইন, ২০০০ এবং অংশগ্রহণমূলক পানি ব্যবস্থাপনা বিধিমালা, ২০১৩ অনুযায়ী অর্পিত দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করিবে।

সংগঠন বিষয়ক তথ্য

১। সংগঠনের নাম : ....

২। ঠিকানা : ....

৩। সংগঠনের সদস্য সংখ্যা : ....

৪। সংশ্লিষ্ট/নিকটবর্তী পানি সম্পদ প্রকল্পের নাম ও ঠিকানা : ....

বিদ্যমান ব্যবস্থাপনা কমিটি সংক্রান্ত তথ্য

ক্রমিক	নাম	পদবী	পিতার ও মাতার নাম	বর্তমান ও স্থায়ী ঠিকানা	বয়স	পেশা	স্বাক্ষর
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)
১।		সভাপতি					
২।		সহ-সভাপতি					
৩।		সম্পাদক					
৪।		যুগ্ম-সম্পাদক					
৫।		কোষাধ্যক্ষ					
৬।		কার্যকরী সদস্য (সাধারণ)					
৭।		কার্যকরী সদস্য (সাধারণ)					
৮।		কার্যকরী সদস্য (সাধারণ)					
৯।		কার্যকরী সদস্য (সাধারণ)					
১০।		কার্যকরী সদস্য (ভূমিহীন প্রতিনিধি)					
১১।		সদস্য (মৎস্যজীবী প্রতিনিধি)					
১২।		কার্যকরী সদস্য (দুঃস্থ নারীদের প্রতিনিধি)					

(সম্পাদকের স্বাক্ষর) (সভাপতির স্বাক্ষর)

[বিঃদ্রঃ অংশগ্রহণমূলক পানি ব্যবস্থাপনা বিধিমালা, ২০১৩ এর বিধি ৩৯(৩) এর বিধান অনুযায়ী প্রয়োজনীয় অন্যান্য কাগজাদি পৃথকভাবে সংযুক্ত করিতে হইবে।]

ফরম-২

পানি ব্যবস্থাপনা সংগঠনের নিবন্ধন সনদপত্র

[বিধি ৪০(২) দ্রষ্টব্য]

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড

উপ-প্রধান সম্প্রসারণ কর্মকর্তা/প্রধান বা মুখ্য সম্প্রসারণ কর্মকর্তা/প্রধান পানি ব্যবস্থাপনার দপ্তর

নিবন্ধন নং : ☐☐☐☐☐☐☐☐ তারিখ : ☐☐☐☐☐☐☐☐

এতদ্দ্বারা.................................পানি ব্যবস্থাপনা দল/পানি ব্যবস্থাপনা এসোসিয়েশন/পানি ব্যবস্থাপনা ফেডারেশন, ঠিকানা : ...., কে অংশগ্রহণমূলক পানি ব্যবস্থাপনা বিধিমালা, ২০১৩ এর বিধি ৪০(২) এর অধীন নিবন্ধন করা হইল।

২। উক্ত সংগঠন নিম্নরূপ এখতিয়ারাধীন এলাকায় উহার কার্যক্রম পরিচালনা করিতে পারিবে, যথা :

....

....।

নিবন্ধনকারী কর্মকর্তার নাম, স্বাক্ষর
পদবী ও দাপ্তরিক সীল

ফরম-৩

প্রতিনিধিত্বকারী সদস্যের পরিচয়পত্র

[বিধি ১৩ দ্রষ্টব্য]

ব্যবস্থাপনা কমিটির সভাপতি কর্তৃক সত্যায়িত এক কপি পাসপোর্ট আকৃতির ছবি সংযোজন করিতে হইবে

.... পানি ব্যবস্থাপনা দল/এসোসিয়েশন/ফেডারেশন
(পরিচয়পত্র ইস্যুকারী সংগঠনের নাম)

১। সদস্যের নাম : ....

২। পিতা/স্বামীর নাম : ....

৩। মাতার নাম : ....

৪। পূর্ণ ঠিকানা : ....

৫। সদস্য রেজিষ্টার মোতাবেক সদস্য নম্বর : ....

৬। জাতীয় পরিচয়পত্র নম্বর/জন্ম নিবন্ধন নম্বর : ....

এই পরিচয়পত্রধারী পানি ব্যবস্থাপনা এসোসিয়েশন/পানি ব্যবস্থাপনা ফেডারেশনে পানি ব্যবস্থাপনা দল/পানি ব্যবস্থাপনা এসোসিয়েশনের পক্ষে প্রতিনিধিত্ব ও ভোট প্রদানের জন্য ক্ষমতাপ্রাপ্ত।

সদস্যের নমুনা স্বাক্ষর :

(১) ....

(২) ....

(৩) ....

ব্যবস্থাপনা কমিটির সভাপতির
স্বাক্ষর ও সীল

....

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ আয়ুব আলী
উপ-সচিব।

মোঃ নজরুল ইসলাম (উপসচিব), উপপরিচালক, বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
শাহ্-ই-আলম পাটোয়ারী, ভারপ্রাপ্ত উপপরিচালক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস,
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। web site: www.bgpress.gov.bd